দৈনিক বাংলা

29

গাজীপুরে দেশের প্রথম মাদ্রাসা শিক্ষক ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের ভিত্তি স্থাপন

মাদ্রাসা শিক্ষা ফলপ্রসূ ও জীবনমুখী করা হবেঃ প্রধানমন্ত্রী

গাজীপুর, ২৮ ডিসেম্বর (বাসস)।- প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া মাদ্রাসা শিক্ষকদের যথাযথ পেশাগত প্রশিক্ষণ দেয়ার লক্ষ্যে বৃহস্পতিবার গাজীপুরের বোর্ড বাজারে দেশের একমাত্র 'মাদ্রাসা শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট'-এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।

গাজীপুরে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের ঠিক বিপরীতে ৭ কোটি ৩৯ লাখ টাকা ব্যয়সাপেক্ষে নির্মিতব্য এ ইনস্টিটিউটে প্রশাসনিক একাডেমী, মসজিদ এবং ২শ' শয্যাবিশিষ্ট একটি পুরুষ প্রশিক্ষণার্থী হোস্টেল এবং ৫০ শয্যাবিশিষ্ট একটি মহিলা প্রশিক্ষণার্থী হোস্টেল থাকবে।

ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে ভাষণদানকালে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া বলেন, এই প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠার পর মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থায় নতুন গতি সঞ্চার হবে।

তিনি বলেন, এই ইনস্টিটিউটের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের মাধ্যমে দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় একটি নতুন অধ্যায় যোগ হল।

তিনি বলেন, সরকার মাদ্রাসা শিক্ষকদের যথাযথ পেশাগত প্রশিক্ষণ লাভ এবং তাদের মেধা ও দক্ষতা বিকাশে সহায়তা দেয়ার লক্ষ্যে মাদ্রাসা শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠার পদক্ষেপ নিয়েছেন।

তিনি বলেন, মাদ্রাসা শিক্ষকরা দেশ ও জাতির সেবায় আরও কার্যকর ভূমিকা পালনে সক্ষম হবেন।

প্রধানমন্ত্রী আশা প্রকাশ করেন যে ইনস্টিটিউটের কাজ সম্পন্ন হওয়ার পর মাদ্রাসা শিক্ষাকে আরও অর্থবহ এবং জীবনমুখী করার মাধ্যমে এই ইনস্টিটিউট ইসলামী আদর্শ ও চেতনা বিকাশে অবদান রাখবে।

তিনি বলেন, একইভাবে প্রস্তাবিত ইনস্টিটিউট ফাজিল, কামিল ও গবেষণাধর্মী ডিগ্রী প্রদানের উদ্যোগ নেবে। ইনস্টিটিউটটি সম্পন্ন হলে ইসলামী শিক্ষা ও মূল্যবোধের বিকাশে তা সহায়ক হবে বলেও প্রধানমন্ত্রী আশা প্রকাশ করেন।

শিক্ষামন্ত্রী ব্যারিস্টার জমির উদ্দীন সরকার, ধর্ম প্রতিমন্ত্রী অধ্যাপক এম এ মান্নান এবং বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান প্রফেসর মুজিবুর রহমানও এ উপলক্ষে বক্তৃতা করেন।

শিক্ষাবিদ, কূটনৈতিক মিশনের সদস্যবৃন্দ এবং মাদ্রাসা শিক্ষকগণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেন যে এখন থেকে নিবন্ধিত বেসরকারী 'এবতেদায়ী' মাদ্রাসার শিক্ষকরা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মত ৫ শ' টাকা মাসিক ভাতা পাবেন। তিনি বলেন, বেসরকারী 'এবতেদায়ী' মাদ্রাসাগুলোর ব্যবস্থা-

(এর পৃঃ দ্রঃ)

(প্রথম পৃষ্ঠার পর) মাদ্রাসা শিক্ষা ফলপ্রসূ

পনাকেও এখন থেকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের আওতায় আনা হবে।

এবতেদায়ী মাদ্রাসাগুলোকে বিনামূল্যে বই-পুস্তক ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি দেয়া হবে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, শিক্ষাখাতে সর্বোচ্চ বাজেট বরাদ্দ ছাড়াও সরকার দেশের শিক্ষার মান উন্নয়নে বহু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। তিনি বলেন, শিক্ষা ব্যবস্থায় অবকাঠামোগত উন্নয়ন অর্জিত হয়েছে। তিনি বলেন, সেশন জট দূর হয়েছে এবং শিক্ষার হার বেড়েছে। প্রধানমন্ত্রী শিক্ষা বিস্তার এবং শিক্ষার মান উন্নয়নে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেয়ার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

তিনি বলেন, দেশের "আলেমগণ" মাদ্রাসায় শিক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে ইসলামের মর্যাদাকে সমুন্নত রেখেছেন। অথচ মাদ্রাসাগুলো দীর্ঘদিন থেকে ছিল অবহেলিত।

তিনি বলেন, শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান প্রথম মাদ্রাসা শিক্ষকদের স্কুল-কলেজের শিক্ষকদের সমান মর্যাদা দেন।

মাদ্রাসা শিক্ষকদের সরকারী অনুদান এবং মাদ্রাসা ডিগ্রীকে কলেজ ডিগ্রীর সমান করার প্রসঙ্গে তিনি বলেন, শহীদ জিয়া মাদ্রাসা শিক্ষা এবং এর শিক্ষকদের মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করেছেন। তিনি বলেন, মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের চিকিৎসা বিজ্ঞান এবং প্রকৌশল শিক্ষা লাভের জন্য সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। বেগম খালেদা জিয়া বলেন যে মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের উচ্চতর শিক্ষার সুযোগ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। তিনি বলেন, মাদ্রাসা শিক্ষা সবসময়ই ধর্মীয় শিক্ষা ও মূল্যবোধ গড়ে তুলতে অবদান রেখেছে।

মানুষকে শিক্ষিত করে তুলতে ইসলামের প্রশংসনীয় ভূমিকার প্রসঙ্গে তিনি বলেন, সরকারের লক্ষ্য হল সবার জন্য শিক্ষা কর্মসূচীকে সফল এবং ইসলামের আদর্শ বাস্তবায়ন করা।

তিনি বলেন, ইসলাম সুস্পষ্টভাবে সভ্য, ন্যায়-বিচার, মানবাধিকার, আইনের শাসন এবং জীবন বিধানের ভিত্তিতে একটি স্থিতিশীল গণতান্ত্রিক সমাজ অবকাঠামো উপহার দিয়েছে। তিনি আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভিত্তি স্থাপনের ক্ষেত্রে মধ্যযুগের ইসলামী চিন্তাবিদদের অবদানের প্রশংসা করেন।

SHEET ___ OF ___ SHEETS